[২০২১] ৩ এস সি আর ৬৮

সেকেন্দ্রাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

বনাম

এম/এস বি রামচন্দ্রায়াহ ও পুত্রগণ

(২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৯০০-৯০২)

১৫ই মার্চ, ২০২১

[আর. এফ. নরিমান এবং বি. আর. গাভাল, বিচারপতিদ্বয়]

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ - ধারা ১১ - সীমা আইন, ১৯৬৩ – ধারা ৯ এবং অনুচ্ছেদ ১৩৭ – আপিলকারী একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বার্ষিক চুক্তির জন্য আমন্ত্রণ জানায় – তিনটি চুক্তি উত্তরদাতার সাথে সম্পাদিত হয় – চুক্তিগুলিতে সালিসির ধারা ছিল – কাজের আদেশ জারি করা হয় – এরপরে, আপিলকারী দ্বারা চূড়ান্ত চুক্তি সনদ জারি করা হয় এবং কাজের জন্য উত্তরদাতা চূড়ান্ত অর্থ গ্রহণ করে – এরপর উত্তরদাতা মালামাল, শ্রম এবং জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে পুনরায় ব্যয়ভার ফেরতের দাবি শুরু করে – ০৭/১১/২০০৬ তারিখের চিঠিতে, উত্তরদাতা সালিসকারী নিয়োগের অনুরোধ করে – উত্তরদাতা ১৩/০১/২০০৭ তারিখের আরেকটি চিঠি জারি করে এবং উল্লেখ করে যে তার কোন বিকল্প নেই চুক্তি বাতিল করার এবং ৩০ দিনের মধ্যে সালিসকারী নিয়োগ করার – এটি অস্বীকার করা হয়নি যে ৩০ দিনের সময়সীমা ১২/০২/২০০৭ তারিখে শেষ হয়ে গেছে, তবে উত্তরদাতা ২০০৭-২০০৯ সালে চিঠি লেখতে থাকে, তার দাবী পুনরায় জানিয়ে – শেষ পর্যন্ত, উত্তরদাতা ৩০/০১/২০১০ তারিখের একটি আইনগত বিজ্ঞপ্তি এবং ২০/০৩/২০১০ তারিখের 'স্পষ্টীকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি করে – আপিলকারী ১০/১১/২০১০ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, প্রতিদানের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন যে তারা কার্যাদেশের জন্য চূড়ান্ত অর্থ প্রদান করেছেন – ০৬/১১/২০১৩ তারিখে, উত্তরদাতা আইনের ধারা ১১ এর অধীনে আবেদন দাখিল করেছেন – হাইকোর্টের একক বিচারক আবেদনটি মঞ্জুর করেছেন এবং একজন সালিসকারী নিযুক্ত করা হয়েছে – আপিলের উপর, রায় দেওয়া হয়েছে: এটা স্পষ্ট যে ০৭/১১/২০০৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে সালিশের দাবি করা হয়েছিল – এরপর, ১৩/০১/২০০৭ তারিখের আরেকটি চিঠিতে আপিলকারীকে জানানো হয়েছে যে ৩০ দিনের মধ্যে নিয়োগ করতে হবে - সময়কাল ১২/০২/২০০৭ থেকে শুরু হবে - একবার সময়কাল শুরু হয়ে গেলে, আপিলকারীর (১০/১১/২০১০ তারিখের চিঠি) চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করলে, সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৯ এর আদেশ অনুসরণ করে ইতিমধ্যেই চলমান সীমাবদ্ধতার সময়কাল নতুন করে শুরু হবে না - এই ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট স্পষ্টতই ভুল বলেছে যে যেহেতু আবেদনগুলি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে দাখিল করা হয়েছিল, তাই সেগুলি ১০/১১/২০১০ থেকে শুরু করে তিন বছরের সীমাবদ্ধতার মধ্যে ছিল -

এমনকি অন্যথায়, উত্তরদাতার দাবিও বহির্ভূতভাবে সময়সীমাবদ্ধ ছিল - সুতরাং, হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হল

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

আদেশ: ১. সীমাবদ্ধতা কোনও এখতিয়ারগত বিষয় নয়, বরং এটি একটি সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত বিষয়। যতদূর পর্যন্ত এআরআইএন আইনের ১১ ধারার অধীনে আবেদনগুলির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কিত, এটি স্পষ্ট যে বর্তমান মামলায় সালিশের দাবিটি ০৭/১১/২০০৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে করা হয়েছিল। এই দাবিটি ১৩/০১/২০০৭ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল, যা নিজেই আবেদনকারীকে জানিয়েছিল যে ৩০ দিনের মধ্যে সালিসকারীর নিয়োগ করতে হবে। ২৩/০১/২০০৭ তারিখের আপিলকারীর সংক্ষিপ্ত চিঠিতে, যেখানে বলা হয়েছিল যে বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে, সেটি ৩০ দিনের সময়সীমার মধ্যেই ছিল। ১২/০২/২০০৭ তারিখ থেকে, যখন কোনও সালিসকারী নিয়োগ করা হয়নি, তখন উত্তরদাতার সালিসকারী নিয়োগের জন্য কারণসূত্র উদ্‌ভূত হয় এবং সেই দিন থেকেই সময় চলতে শুরু করে। স্পষ্টতই, একবার সময় চলতে শুরু করলে, আপিলকারীর ১০/১১/২০১০ তারিখের চিঠির মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান সীমাবদ্ধতা আইন-এর ধারা ৯-এর নির্দেশ অনুসারে ইতিমধ্যে শুরু হওয়া সীমাবদ্ধতার সময়সীমাকে নতুন করে শুরু করতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে ভুল করেছে যখন বলেছে যে সালিশ আইন-এর ধারা ১১ অনুযায়ী আবেদনগুলি যেহেতু ০৬/১১/২০১৩ তারিখে দায়ের করা হয়েছে, সেগুলি ১০/১১/২০১০ থেকে শুরু হওয়া তিন বছরের সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, সালিশ আইন-এর ধারা ১১ অনুযায়ী আবেদনগুলি যেহেতু মারাত্মকভাবে সময়সীমার বাইরে ছিল, তাই হাইকোর্ট কোনও সালিসকারী নিয়োগ করতে পারত না।

২) অন্যথায়, উত্তরদাতার দাবিও আপাতদৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল। এটি অবিসংবাদিত যে ২০০৩ সালের মার্চের শেষের দিকে উত্তরদাতার দ্বারা চূড়ান্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। তা ছাড়া, এমনকি দামের পরিবর্তনের কারণে একটি দাবি করা যেতে পারে বলে ধরে নেওয়া হলেও, এই ধরনের দাবি ০৮/০৯/'২০০৩-এ করা হয়েছিল। এরপর উত্তরদাতা বারবার চিঠি লিখেন, যার পরিণামে ৩০/০১/২০১০ তারিখের একটি আইনি বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়। ১৬/০২/২০১০ তারিখের আইনি বিজ্ঞপ্তির উত্তরে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে এই ধরনের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এমনকি যোগ্যতার সীমাবদ্ধতার জন্য প্রারম্ভিক বিন্দু হিসাবে ১৬/০২/২০১০ গ্রহণ করে, ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে তিন বছরের সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পরে, যোগ্যতার ভিত্তিতে করা দাবিটিও হতাশাজনকভাবে সময় নিষিদ্ধ। এই সমস্ত কারণে, আপিল অনুমোদিত হয় এবং ২০/০৮/২০১৯ তারিখের হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়টি বাতিল করা হয়।

জিও মিলার এবং কোং (পি) লিমিটেড বনাম রাজস্থান বিদ্যুৎ উৎপাদন নিগম লিমিটেড, (২০২০) ১৪ এস. সি. সি ৬৪৩: [২০১৯] ১১ এস. সি. আর ১১০৮; ১; বিদ্যা দ্রোলিয়া বনাম দুর্গা ট্রেডিং কর্পোরেশন, (২০২১) ২ এস. সি. সি ১; ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম এম/এস নর্টেল নেটওয়ার্কস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ২০২১ (৪) স্কেল ১১-এর উপর নির্ভরশীল।

দীপদর্শন বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সরোজ, (২০১৯) ১ এ আই আর বোম্বে আর ২৪৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১৯] ১১এসসিআর ১১০৮	নির্ভরশীল হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩
(২০২১) ২ এসসিসি ১	নির্ভরশীল হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
২০২১ (৪) স্কেল ১১	নির্ভরশীল হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৯০০-৯০২।

তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দরাবাদে অবস্থিত হাইকোর্টের সালিশ আবেদন নং ১৫৪/২০১৩, ১৫৫/২০১৩ এবং ১৫৬/২০১৩-এ প্রদত্ত ২০/০৮/২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

পিএস. নরসিংহ, প্রবীণ আইনজীবী ,শ্রীমান ভেরিটাস লেজিস, আপিলকারীর জন্য।

নিথিন পাভুলুরি, নিতিন চৌধুরি, দলের অধিনায়ক করণ সিং ভাটি, জয়দীপ সিং, মিস চিত্রাঙ্গদা রাষ্ট্রভার, মানবেন্দ্র সিং রাঠোর, দশরথ সিং, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবী।

আদালত কর্তৃক রায়টি প্রদান করেছিলেন

আর. এফ. নরিম্যান , বিচারপতি ।

১) অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২) সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ ["সালিসি আইন"]-এর ১১ ধারার অধীনে আবেদনগুলি থেকে এই আপিলগুলি উত্থাপিত হয়।

০২/০৯/২০০০ তারিখে, আমাদের সামনে আপিলকারী, সেকেন্দ্রাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ["আপিলকারী"], একটি বার্ষিক মেয়াদী চুক্তির জন্য দরপত্র ["এন.আই.টি."] আহ্বান করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন:

১) প্রধান সড়কের মেরামত (কেন্দ্রীয় হট মিক্স প্ল্যান্ট ও পেভার দ্বারা পুনরায় পিচঢালাই);

২) প্রধান সড়কের মেরামত (কেন্দ্রীয় হট মিক্স প্ল্যান্ট ও পেভার দ্বারা সড়ক প্রশস্তকরণ);

৩) অভ্যন্তরীণ সড়কের মেরামত (হট মিক্স প্ল্যান্ট ও পেভার দ্বারা পুনরায় পিচঢালাই)।

৩) উপর্যুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির (এন আই টি) অনুসরণে প্রতিপক্ষ মেসার্স রামচন্দ্রাইয়া এবং সন্স-এর ["প্রতিপক্ষ"] সঙ্গে তিনটি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার মধ্যে প্রথমটি ২৩/০৯/২০০০ তারিখে এবং অপর দুটি ১৭/০৯/২০০১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। উপরে উল্লিখিত প্রতিটি চুক্তির ধারা ৫, যা অভিন্ন শব্দাবলীতে রচিত, গুরুত্বপূর্ণ এবং তা নিম্নরূপ:

"৫) চূড়ান্ত বিলঃ চুক্তিকারী তার কাজের চূড়ান্ত বিল সম্পূর্ণ ও সঠিক পরিমাপসহ জমা দেবে, যাতে আংশিক অর্থপ্রদান এবং বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত স্টোর, পানির খরচ এবং চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত অন্যান্য সকল খরচের কর্তনে বিবরণ থাকবে। এই বিলটি কাজের সমাপ্তি ও হস্তান্তরের তারিখ থেকে ০৮ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। চুক্তিকারী তার বিলের সঙ্গে একটি দাবীহীন সনদও জমা দেবে, যাতে উল্লেখ থাকবে যে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বিরুদ্ধে তার দ্বারা গ্রহণ ও সম্পন্ন কাজের কোন দাবি নেই এবং ভবিষ্যতে কোন দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। বিলটিতে চুক্তিকারীর ব্যবহৃত সিমেন্টের যথার্থতা প্রদর্শনকারী একটি বিবরণীও থাকতে হবে।

৪) উপরোক্ত প্রতিটি চুক্তির ১৭ নং ধারায় থাকা সালিশ ধারাটি নিম্নরূপঃ

"১৭) চুক্তিটি ভারতীয় আইনের অধীনে পরিচালিত হবে। চুক্তির পক্ষগুলোর মধ্যে বা চুক্তির বাইরে সম্পর্কিত সকল বিরোধ, যেগুলোর বিষয়ে গ্রহণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক নয়, যেকোনো এক পক্ষ অন্য পক্ষকে লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করার পর তা সেকেন্দ্রাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত একক সালিসকারীর কাছে প্রেরণ করা হবে। সালিসকারীর রায় চূড়ান্ত, বাধ্যতামূলক এবং উভয় পক্ষের জন্য আবদ্ধকারী হবে।"

৫) উপরোক্ত কাজের ক্ষেত্রে কাজের আদেশ জারি করা হয়েছিল। 'আপিলকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে উত্তরদাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তবে তার তারিখের ০৫/১০/২০০২ বৈঠকের মাধ্যমে, উত্তরদাতার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকারের উপর ৩১/১২/২০০২ পর্যন্ত সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আপিলকারী চুক্তিতে প্রদত্ত জরিমানা আরোপ করতে স্বাধীন থাকবেন এবং আপিলকারীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি ভারসাম্যপূর্ণ কাজগুলি ৩১/১২/২০০২ দ্বারা সম্পন্ন না হয়। ৩০/১০/২০০২-এ, উত্তরদাতা প্রয়োজনীয় অঙ্গীকার জমা দেন।

৬) এটা বিতর্কিত নয় যে, ১৮/০২/২০০৩ এবং ২৬/০৩/২০০৩-এ আপিলকারীর জারি করা চূড়ান্ত চুক্তি শংসাপত্রের মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে উত্তরদাতার দ্বারা চূড়ান্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। প্রায় ছয় মাস বিরতির পর, উত্তরদাতা তখন সামগ্রী, শ্রম এবং জ্বালানির দামের পরিবর্তনের কারণে প্রতিদানের দাবি করতে শুরু করেন। এই দাবিগুলি ০৮/০৯/২০০৩,২৪/০৭/২০০৪ এবং ১২/১০/২০০৪ তারিখের চিঠির মাধ্যমে করা হয়েছিল।

৭) দুই বছরেরও বেশি সময়ের নীরবতার পর, উত্তরদাতা তারপর ০৭/১১/২০০৬ তারিখের একটি চিঠি জারি করেন যার মাধ্যমে উত্তরদাতা তিনটি চুক্তিতেই মূল্য পরিবর্তনের কারণে প্রতিদানের দাবির ক্ষেত্রে একজন সালিসকারী নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেন। এটি বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যে চিঠিটি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আপিলকারীর দ্বারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আপিলকারীর কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে, উত্তরদাতা ১৩/০১/২০০৭ তারিখের আরও একটি চিঠি জারি করেছিলেন, যেখানে তিনি চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার মৌলিক লঙ্ঘনের কথা বলেছিলেন এবং তারপরে বলেছিলেন যে চুক্তিতে প্রদত্ত সালিশ ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ৩০ দিনের মধ্যে চুক্তি বাতিল করা এবং একজন সালিসকারী নিয়োগ করা ছাড়া তার আর কোনও উপায় ছিল না।

৮) এই চিঠির জন্য, আবেদনকারীর কাছ থেকে ২৩/০১/২০০৭-এ একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর পাওয়া গিয়েছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে তাদের চিঠিতে উল্লিখিত বিষয়টি বিবেচনাধীন ছিল। এটি বিতর্কিত নয় যে ১৩/০১/২০০৭ তারিখের চিঠিতে উল্লিখিত ৩০ দিনের সময়কাল ১২/০২/২০০৭ দ্বারা শেষ হয়েছিল। এই অবস্থান থাকা সত্ত্বেও, উত্তরদাতা তার দাবি পুনর্ব্যক্ত করে ২০০৭-২০০৯ বছরের মধ্যে দীর্ঘ বিরতিতে চিঠি লিখতে থাকেন। অবশেষে, ৩০/০১/২০১০ তারিখের একটি আইনি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, উত্তরদাতা বিশেষভাবে বলেছিলেনঃ

"চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুনর্ব্যক্ত করার জন্য, তিনটি কাজই অনেক আগেই ৩১/০৩/২০০২ সালে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতিবাদের মুখে চূড়ান্ত বিল গৃহীত হয়েছে।

এটাও উল্লেখ করা সমীচীন যে, সালিশ কার্যক্রম ইতিমধ্যেই ০৭/১১/২০০৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে (১৯৯৬ সালের সালিশ ও সমঝোতা আইনের উদ্দেশ্যের মধ্যে)।

যদি মাননীয় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ একজন সালিসকারী নিয়োগের অধিকার অব্যাহতভাবে ত্যাগ করেন, তাহলে আমাদের কাছে একমাত্র প্রতিকার হল চুক্তির উদ্দেশ্য অনুসারে (যেহেতু চুক্তিতে আদালতের আওতায় বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যম হিসেবে সালিশকে কল্পনা করা হয়েছে) অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির দ্বারা একজন সালিসকারী নিয়োগের আবেদন করা।"

৯)৩০/০১/২০১০ তারিখের এই আইনি বিজ্ঞপ্তিতে আপিলকারী সি ১৬/০২/২০১০-এ উত্তর দিয়েছেন, উল্লেখ করেঃ

"১).... সেই চুক্তি প্রদান করার পর কাজের আদেশ জারি করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপনার মক্কেলকাজের কিছু অংশ সম্পাদন করেছে। সম্পাদিত কাজের বিলসমূহ ২০০২-২০০৩ সালে চূড়ান্ত বিল জমা দেওয়ার পর নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং আপনার ক্লায়েন্ট চুক্তির ধারা ৫ অনুসারে আমার মক্কেলের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অর্থপ্রাপ্তি করেছে। যেহেতু সম্পাদিত কাজের জন্য চূড়ান্ত অর্থপ্রদান সম্পন্ন হয়েছে, তাই আপনি যে অনুলিপিগুলো অনুরোধ করেছেন তা উপলব্ধ নাও থাকতে পারে, কারণ চুক্তির সমাপ্তির পর বহু বছর কেটে গেছে।

২) চুক্তি শেষ হওয়ার পরে এবং চূড়ান্ত অর্থ প্রদানের প্রাপ্তির পরে, আপনার মক্কেল হিসাবে উল্লেখ করা চিঠিগুলি সম্বোধন করতে শুরু করেছেন। আপনার বিজ্ঞপ্তিতে উত্তরের অধীনে বর্তমান বিজ্ঞপ্তিতে পরিণত হয় এবং দামের পরিবর্তনের উপর প্রতিদানের জন্য অতিরিক্ত দাবি চাওয়া হয়, যদিও প্রবেশ করা চুক্তিতে এমন কোনও ধারা নেই মূল্যের এফ তারতম্যের পরিমাণ দাবি করার জন্য উপরে উল্লিখিত কাজগুলি সম্পাদনের জন্য। উপরন্তু চুক্তির সময়কাল থেকে এক বছর। চুক্তি প্রদানের তারিখ এবং চুক্তির সময়কাল এসেছিল যথাক্রমে ২০০১ এবং ২০০২ সালের মধ্যে শেষ হবে। যেখানে আপনার গ্রাহকের আছে ৩০/০১/২০১০-এ উত্তরের অধীনে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে এবং একজন সালিসকারী নিয়োগের জন্য জোর দেওয়া হয়েছে যদিও আপনার মক্কেল এবং আমার মক্কেলের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই এবং উপরন্তু আপনার মক্কেলের দাবি সীমাবদ্ধতার আইনের অধীনে নিষিদ্ধ।

"৪)উপরে উল্লিখিত পটভূমিতে, আপনার বিজ্ঞপ্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, আপনার মক্কেল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন সালিশকারী নিয়োগের জন্য জোর দিচ্ছেন এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সালিসকারী নিয়োগ করেননি এবং সালিশ কার্যক্রম ইতিমধ্যেই ০৭/১১/২০০৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং যদি মাননীয় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সালিসকারী নিয়োগের অধিকার অব্যাহত রাখেন, তাহলে আপনার মক্কেলের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির কাছে সালিসকারী নিয়োগ চাওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প থাকবে না, যা অত্যন্ত আপত্তিকর এবং অগ্রহণযোগ্য এবং ২০০২ সালে চুক্তিটি সম্পন্ন করার পর আপনার মক্কেলের বিরোধ উত্থাপন করার কোনও আইনি অধিকার নেই। আপনার মক্কেলের একজন সালিসি নিয়োগের দাবি মেনে নেওয়া যাবে না কারণ আপনার মক্কেল এবং আমার মক্কেলের মধ্যে কোনও সালিসি বিষয় বিদ্যমান নেই এবং তাছাড়া আপনার মক্কেলের উত্থাপিত দাবি সীমাবদ্ধতা আইনের অধীনে হতাশাজনকভাবে নিষিদ্ধ এবং এটি বলা ভুল যে আপনি প্রতিবাদের মুখে অর্থ প্রদান করেছেন।

৫) আমার মক্কেল আরও বলেন যে, উপরের উল্লিখিত তিনটি চুক্তি ২০০০-২০০১ সালে এক বছরের জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং যেহেতু আপনার মক্কেল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে - এর উপর অর্পিত কাজগুলি শেষ করতে পারেননি, তাই তাঁর অনুরোধে সময় আরও বাড়িয়ে ৩১/১২/২০০২ করা হয়েছিল এবং ততদিনে তিনি কেবল প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাজ শেষ করতে পারবেন এবং আপনার মক্কেলের বকেয়া অর্থের জন্য কাজের আদেশ দেওয়ার অনুরোধটি এ. পি-র মাননীয়া হাইকোর্ট দ্বারা বিতর্কিত হয়েছিল। অতএব, প্রতিদানের প্রশ্নটি আপনার মক্কেলের দাবি অনুযায়ী দামের তারতম্য দেখা দেয় না এবং তিনি এই ধরনের দাবির অধিকারী নন।

৬) আমার মক্কেল আরও পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে চুক্তির ৫ নং প্রকরণ অনুসারে, চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ক্যান্টনমেন্ট থেকে কোনও দাবি নেই উল্লেখ করে কোনও এফ দাবি শংসাপত্র জমা দেওয়ার পরে প্রকাশ করা হবে। ঠিকাদার কর্তৃক গৃহীত এবং সম্পন্ন কাজের জন্য বোর্ড এবং এর পরে কোনও দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। এই ধারা অনুসারে আপনার মক্কেল চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ পেয়েছেন, তাই সালিসকারীর দ্বারা বিচার করার মতো কোনও বিষয় নেই। আপনার মক্কেল এবং আমার জি মক্কেলের মধ্যে করা চুক্তিতে উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এমন কোনও নির্দিষ্ট ধারা নেই যার অধীনে আপনার মক্কেল দামের পরিবর্তনের উপর প্রতিদানের অধিকারী।অতএব, এটিকে কোনও সালিসকারীর দ্বারা নিষ্পত্তির জন্য একটি বিষয় করা যাবে না।

১০) উপরোক্ত উত্তর বিজ্ঞপ্তির জবাবে, উত্তরদাতা ২০/০৩/২০১০ তারিখে একটি "স্পষ্টীকরণ বিজ্ঞপ্তি" জারি করেন, তারপরে ৩০/০৯/২০১০ তারিখে তিনটি চিঠি পাঠানো হয়, যেখানে একজন সালিসকারী নিয়োগের জন্য পূর্ববর্তী অনুরোধগুলি পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

এটি আপিলকারী দ্বারা ১০/১১/২০১০ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যে চিঠিতে উত্তরদাতাকে জানানো হয়েছিল যে সেকেন্দ্রাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সভাপতি সালিসকারী নিয়োগের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন কারণ সমস্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছিল এবং কিছুই মুলতুবি ছিল না।

১১) তিন বছরের দীর্ঘ বিরতির পর, উত্তরদাতা তারপর ০৬/১১/২০১৩-এ সালিশ আইনের ১১ ধারার অধীনে আবেদন দাখিল করেন। ২০/০৮/২০১৯ তারিখের বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে, তেলেঙ্গানা রাজ্যের জন্য হাইকোর্টের একজন বিদ্বান একক বিচারক বলেন যে ধারা ১১ টি আবেদনগুলি সময়ের মধ্যে ছিল কারণ সেগুলি ১০/;১১/২০১০ তারিখের চিঠির তিন বছরের মধ্যে সালিশকারী নিয়োগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দাখিল করা হয়েছিল। বিদ্বান একক বিচারকও নথিভুক্ত করতে গিয়েছিলেনঃ

"৩৯) উত্তরদাতার পর্ষদ সভার উত্তরদাতার দায়ের করা কার্যধারা। ০৭/১১/২০০৩-তে কোনও সন্দেহ নেই যে, ১৪,৮৪,০০০ টাকা ছাড়াও ১৪,০৬,৫৮০ টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আবেদনকারীর দাবি করা দামের পরিবর্তনের জন্য ২.২.৪৬ ধারার অধীনে দাবির কারণে এই অর্থ প্রদান করা হয়নি। এটি কাজের বিভিন্ন পণ্যের প্রকৃত পরিমাণের জন্য অনুমোদিত অর্থ প্রদান যা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং তাই এটিকে প্রথম দর্শনে ২/২/৪৬ ধারার অধীনে আবেদনকারীর দাবির জন্য অর্থ প্রদান হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।"

"৪২) ০৮/০৯/২০০৩ ধারা ২/২/৪৬-এর অধীনে আবেদনকারীর করা দাবির বিষয়ে কোনও জোরালো প্রত্যাখ্যান ছাড়াই ০৮/০৯/২০০৩ থেকে উত্তরদাতার দীর্ঘ নীরবতা, প্রাথমিকভাবে দেখায় যে পক্ষগুলির মধ্যে এই বিষয়ে একটি জীবন্ত সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয়।"

১২) ফলস্বরূপ, ধারা ১১-এর আবেদন অনুমোদিত হয় এবং শ্রী ওয়াই. ভি. রামকৃষ্ণ (অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারক)-কে তিনটি চুক্তি থেকে উদ্ভূত পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য সালিসকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। 'করা দাবির সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটি সালিসকারীর দ্বারা বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল।

১৩) আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী পি.এস. নরসিংহ দাখিল করেন যে, সেকেন্দ্রাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সভাপতি যে তারিখে একজন সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন করেছিলেন তা ছিল ২৩/০১/২০০৭, যার ফলস্বরূপ, এই তারিখ থেকে সালিস আইন, ১৯৬৩ ["সীমাবদ্ধতা আইন"] এর ১৩৭ ধারার অধীনে সালিশ আইনের ধারা ১১(৬) এর অধীনে একটি আবেদনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু হয়।

এই উদ্দেশ্যে তিনি বোম্বে হাইকোর্টের দীপদর্শন বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সরোজ, (২০১৯) ১এআইআর বম্ব আর ২৪৯.৫ মামলার রায় এবং জিও মিলার অ্যান্ড কো. (পি) লিমিটেড, রাজস্থান বিদ্যুৎ উৎপাদন নিগম লিমিটেড, (২০২০) ১৪ এসসিসি ৬৪৩.-তে এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। তারপর সে যুক্তি দিয়েছিলেন যে যোগ্যতার ভিত্তিতে পদক্ষেপের কারণটি কল্পনা করা হলেও, এটি ০৮/০৯/২০০৩-এর উপর ফিরে এসেছিল, যখন উত্তরদাতা প্রথমবার বিরোধের বিষয়ে দাবি উত্থাপন করেছিলেন। একবার সময় গণনা শুরু হলে, পরবর্তীকালে যতসংখ্যক পত্রই লেখা হোক না কেন, তাতে সীমাবদ্ধতার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায় না। তিনি সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক এক রায়ের উপরও নির্ভর করেন, যেখানে বিদ্যা দ্রোলিয়া বনাম দুর্গা ট্রেডিং কর্পোরেশন মামলায় বলা হয়েছে যে, এই মামলাটি উক্ত রায়ের অনুচ্ছেদ একশো আটচল্লিশ-এর অন্তর্গত, কারণ এখানে দাবিটি প্রাথমিক পর্যায়েই মেয়াদোত্তীর্ণ ও অকার্যকর ছিল এবং কোনো বিদ্যমান বিরোধও ছিল না।

১৪) জবাবে, শ্রী নিথিন চৌধুরি পাভুলুরি, যিনি প্রতিপক্ষের পক্ষে অভিজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুক্তি দেন যে সালিসকারী নিয়োগের অনুরোধ প্রথমবারের মতো আপিলকারী কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয় দশই নভেম্বর দুহাজার দশ তারিখে, এবং সেই অনুযায়ী, এই তারিখটিকেই কারণ সৃষ্টির তারিখ হিসেবে গণ্য করতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সালিসকারী নিয়োগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা সেকেন্দ্রাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সভাপতির উপর সাধারণ চুক্তির শর্তাবলির প্রকরণ ২.২.৫২ অনুসারে অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হবে, এবং সেই অনুযায়ী সালিশ আইন-এর ধারা ১১(৬)(চ)-এর অধীনে কারণ সৃষ্টির তারিখ দশই নভেম্বর দুহাজার দশ। এই প্রত্যাখ্যানের পূর্ব পর্যন্ত দাবিটি বিচারাধীন ছিল বলে গণ্য করতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী প্রতিপক্ষের দাবি সালিশ আইন-এর ধারা ১১ অনুসারে আবেদন দায়েরের সময় জীবিত ছিল। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, চূড়ান্ত বিল আপত্তিসহ গ্রহণ করা হয়েছিল, কারণ চূড়ান্ত বিলের সঙ্গে মূল্য পরিবর্তন বিলও দাখিল করা হয়েছিল, যেটি আপিলকারী নিষ্পত্তি করেনি। তবে এই বিষয়ে কোনো প্রামাণ্য দলিল তিনি উপস্থাপন করেননি। অতিরিক্তভাবে, তিনি যুক্তি দেন যে, এই আপিলগুলোতে উপস্থাপিত ঘটনা ভিন্ন হওয়ায় সর্বোচ্চ আদালতের জিও মিলার অ্যান্ড কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড বনাম রাজস্থান বিদ্যুৎ উৎপাদন নিগম লিমিটেড এবং বিদ্যা দ্রোলিয়া বনাম দুর্গা ট্রেডিং কর্পোরেশন মামলাগুলোর রায় এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ, আপিলকারী ও প্রতিপক্ষের মধ্যকার সাধারণ চুক্তির শর্তাবলিতে সালিসকারী নিয়োগের জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারিত ছিল এবং আপিলকারীই প্রতিপক্ষের অনুরোধ নিয়ে দীর্ঘসূত্রতা করেছে ও তা কার্যকর করেনি। এই যুক্তিগুলোর ভিত্তিতে তিনি উচ্চ আদালতের বিতর্কিত রায়কে সমর্থন করেন।

"১৫**)** দামোদর দাস [ওড়িশা রাষ্ট্র বনাম দামোদর দাস, (১৯৯৬) ২ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ২১৬], এ সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যে, আর্থনি ওয়ালটনের সংকলিত রাসেল অন আর্বিট্রেশন (উনিশতম সংস্করণ) এর চতুর্থ ও পঞ্চম পৃষ্ঠার উপর ভিত্তি করে এবং পূর্ববর্তী দুই সদস্যবিশিষ্ট বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত পঞ্চু গোপাল বসু বনাম কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ [(১৯৯৩) ৪ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৩৩৮] মামলার রায় অনুসরণ করে বলা হয়েছে যে, ১৯৪০ সালের সালিশ আইন-এর ধারা ৮ ও ধারা ২০ অনুযায়ী সালিসকারী নিয়োগের আবেদন করার সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু হয় সেই তারিখ থেকে, যেদিন "সালিশের কারণ" উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ যেদিন দাবি উত্থাপনকারী প্রথমবারের মতো হয় কোনো দাবি করার অধিকার অর্জন করে, অথবা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালিশ চাওয়ার অধিকার লাভ করে।

XXX XXX XXX

"২১)উপরোক্ত নীতিমালা বর্তমান মামলায় প্রয়োগ করে আমরা উচ্চ আদালতের এই মর্মে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত যে, আপিলকারীর সালিশ সংক্রান্ত আবেদন নম্বর ২৫/২০০৩ ও ২৭/২০০৩, যা যথাক্রমে ০৭/১০/১৯৭৯ ও ০৪/০৪/১৯৮০ তারিখে জারিকৃত কাজের আদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলোর কারণে ০৮-০২-১৯৮৩ তারিখে উদ্ভূত হয়, যেদিন প্রতিপক্ষের নিকট চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয় এবং তা প্রদেয় হয়ে ওঠে। এই তারিখের পর আপিলকারীর পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে প্রেরিত চিঠিপত্র বা অনুস্মারকসমূহ কেবল সময়সীমা বৃদ্ধির ভিত্তি হতে পারে না। অতএব, এই আদালত সর্বোচ্চ তিন (০৩) বছর সময়সীমার মধ্যে সালিসকারী নিয়োগের জন্য আপিলকারীর আবেদন মঞ্জুর করতে পারত, অর্থাৎ ০৮/০২/১৯৮৬ তারিখ পর্যন্ত। অনুরূপভাবে, সালিশ সংক্রান্ত আবেদন নম্বর ২৮/২০০৩, যা ০৩/০৫/১৯৮৫ তারিখের ওয়ার্ক অর্ডারের সঙ্গে সম্পর্কিত, সে বিষয়ে প্রতিপক্ষ জানিয়েছে যে চূড়ান্ত বিল ১০/০৮/১৯৮৯ তারিখে হস্তান্তর করা হয় এবং তা প্রদেয় হয়। আপিলকারী এই বিষয়টি অস্বীকার করেনি। সুতরাং, ঐ দাবির সীমাবদ্ধতার সময়সীমা শেষ হয়েছে ১০/০৮/১৯৯২ তারিখে।যেহেতু আপিলকারী সালিসকারী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছে ২০০২ সালে এবং আদালতের সামনে সালিসকারী নিয়োগের অনুরোধ করেছে কেবলমাত্র ২০০৩ সালের শেষে, তাই তার দাবি স্পষ্টতই সময়সীমাতীত এবং সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ।

২৩) অন্যান্য সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে, এটি সত্য যে ইন্দর সিং রেখি ইন্দর সিং রেখি বনাম ডিডিএ, (১৯৮৮) ২ এসসিসি ৩৩৮) মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে সালিসকারী নিয়োগের জন্য একটি বিরোধের অস্তিত্ব অপরিহার্য। যখন একটি পক্ষ দাবি করে এবং অন্য পক্ষ দ্বারা অস্বীকার করা হয় তখন একটি বিরোধ দেখা দেয়। "বিরোধ" শব্দটি একটি ইতিবাচক উপাদানকে বোঝায় এবং অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে নিছক নিষ্ক্রিয়তা এই অনুমানের দিকে পরিচালিত করে না যে বিরোধ বিদ্যমান। সেই ক্ষেত্রে, যেহেতু উত্তরদাতা আবেদনকারীর প্রাপ্য বিলগুলি চূড়ান্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে, এই আদালত বলেছিল যে পদক্ষেপের কারণটি অর্থ প্রদানের তারিখ থেকে উদ্ভূত হিসাবে বিবেচিত হবে না, তবে যে তারিখে আবেদনকারী বিলগুলি চূড়ান্ত করার অনুরোধ জানিয়ে উত্তরদাতার কাছে প্রথম চিঠি লিখেছিলেন সেই তারিখে। তবে আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, "বিবাদ" শব্দটি একটি ইতিবাচক উপাদানকে বোঝায় এবং কেবল অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা এই অনুমানের দিকে পরিচালিত করে না যে বিরোধ বিদ্যমান রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে, যেহেতু উত্তরদাতা আবেদনকারীর প্রাপ্য বিলগুলি চূড়ান্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই এই আদালত রায় দিয়েছে যে পদক্ষেপের কারণটি অর্থ প্রদানের তারিখ থেকে উদ্ভূত হয়নি বলে বিবেচিত হবে।তবে, আদালত স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে "কোনও পক্ষ `অনুস্মারক লিখে` অথবা অনুস্মারক পাঠিয়ে মামলার কারণ জমা স্থগিত করতে পারে না"।

২৪) বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিলকারী হাই কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি যে আপিলকারী নিজেই ৮-২-১৯৮৩-এ উত্তরদাতার কাছে চূড়ান্ত বিলটি হস্তান্তর করেছেন। অতএব, ইন্দর সিং রেখি [ইন্দর সিং রেখি বনাম ডিডিএ, (১৯৮৮) ২ এসসিসি ৩৩৮]-এর হোল্ডিং প্রযোজ্য হবে না, কারণ সেই ক্ষেত্রে, বিলগুলি চূড়ান্ত করতে উত্তরদাতার ব্যর্থতার কারণে আবেদনকারীর দাবি বিলম্বিত হয়েছিল। অতএব চূড়ান্ত বিল উত্থাপিত হওয়ার তারিখ থেকে প্রাপ্ত বর্তমান মামলায় আবেদনের অধিকার (দেখা যাবে ভারতের ইউনিয়ন বনাম মমিন কনস্ট্রাকশন কোং। [ভারতের ইউনিয়ন বনাম মমিন কনস্ট্রাকশন কোং, (১৯৯৭) ৯ এসসিসি ৯৭]।

২৯) উপরন্তু, একটি বাণিজ্যিক বিরোধে, যদিও শুধুমাত্র অর্থ প্রদানের ব্যর্থতা কোনও পদক্ষেপের কারণের জন্ম দিতে পারে না, একবার আবেদনকারী তাদের দাবি দাবি করলে এবং উত্তরদাতা এই ধরনের দাবির জবাব দিতে ব্যর্থ হলে, এই ধরনের ব্যর্থতা আবেদনকারীর অস্বীকার হিসাবে বিবেচিত হবে, দাবি বিতর্কের জন্ম দেয় এবং তাই সালিশের রেফারেন্সের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ হিসাবে বিবেচিত হবে। আবেদনকারীর পক্ষে এই আবেদন করা মিথ্যা নয় যে কেবলমাত্র উত্তরদাতার দাবি নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এবং তারা ইতিমধ্যে উত্তরদাতার কাছে প্রতিনিধিত্ব এবং অনুস্মারক লিখছিল বলে বিরোধটি সালিশের জন্য অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য অপেক্ষা করা হয়েছিল।"

১৬) আদালতের সাম্প্রতিক রায় ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড ও অন্যান্য বনাম এম/এস নরটেল নেটওয়ার্কস ভারত প্রাইভেট লিমিটেড, যা ১০-০৩-২০২১ তারিখে দেওয়ানী আপিল নম্বর ৮৪৩-৮৪৪ অব ২০২১-এ প্রদান করা হয়েছে, উক্ত বিষয়সংক্রান্ত সমগ্র আইনি অবস্থান বিবেচনা করেছে।

উক্ত রায় এর প্রথম অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ

"১) বর্তমান আপিলগুলি আমাদের বিবেচনার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেঃ (i) সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (" ১৯৯৬ আইন ")-এর ১১ ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল; এবং (ii) আদালত ধারা ১-এর অধীনে রেফারেন্স 'খ' করতে অস্বীকার করতে পারে কিনা, যেখানে দাবিগুলি আপাতদৃষ্টিতে সময়-নিষিদ্ধ?"

১৭) প্রথম বিষয়ের ক্ষেত্রে, সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদ পরীক্ষা করার পর, এই আদালত রায় দেয়ঃ

"১১) আইএল, এটি এখন মোটামুটিভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে যে ধারা ১১-এর অধীনে আবেদন দায়ের করার সীমাবদ্ধতা সালিশ আহ্বানকারী নোটিশ জারি করার ৩০ দিনের মধ্যে সালিসকারী নিয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে উদ্ভূত হবে। অন্য কথায়, ধারা ১১-এর অধীনে একটি আবেদন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট দাবি (গুলি)/বিরোধ (গুলি) সম্পর্কিত সালিশের বিজ্ঞপ্তির পরে দায়ের করা যেতে পারে [আইনের ধারা ২১ দ্বারা বিবেচিত] করা হয়েছে, এবং নিযুক্তি করতে ব্যর্থতা রয়েছে।

১২) সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন দাখিলের সীমাবদ্ধতার সময়কালকে সময়ের সাথে বিভ্রান্ত বা সংমিশ্রণ করা যায় নাডো অন্তর্নিহিত বাণিজ্যিক চুক্তিতে করা মূল দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সীমাবদ্ধতার সময়সীমা। এই ধরনের দাবির জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর বিভিন্ন ধারার অধীনে নির্ধারিত করা হয়েছে। অন্তর্নিহিত মূল বিরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সীমাবদ্ধতা অবশ্যই সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন দায়ের করার থেকে আলাদা। এই অবস্থানটি সালিসি আইন ১৯৪০-এর ধারা ২০-এর অধীনেও স্বীকৃত ছিল। সম্ভবত এই আদালতের রায়ে 'এফ' উল্লেখ করা হয়েছে সি. বুধরাজা বনাম চেয়ারম্যান, উড়িষ্যা মাইনিং কর্পোরেশন লিমিটেড [(২০০৮) ২ এসসিসি ৪৪৪] যেখানে এটি ধার্য করা হয়েছিল যে ১৯৪০ সালের আইনের ৩৭ (৩) ধারায় -এর জন্য বিধান রয়েছে। সীমাবদ্ধতা আইনের উদ্দেশ্য, একটি সালিশ শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয় যখন সালিশ চুক্তির একটি পক্ষ জি অন্য পক্ষের উপর কাজ করে, একটি বিজ্ঞপ্তি যার জন্য একজন সালিসকারী নিয়োগের প্রয়োজন হয়। এই রায়ের অনুচ্ছেদ ২৬ নিম্নরূপ পড়েঃ

"২৬) আইনটির ধারা ৩৭(৩) অনুযায়ী, সীমাবদ্ধতা আইনের উদ্দেশ্যে সালিশ কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে গণ্য করা হবে সেই সময়ে, যখন সালিশ চুক্তির একটি পক্ষ অপর পক্ষকে সালিসকারী নিয়োগের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি যেহেতু ০৪/০৬/১৯৮০ তারিখে প্রদান করা হয়েছিল, তাই দেখতে হবে উক্ত তারিখে দাবিগুলি সময়সীমার মধ্যে ছিল কি না। যদি ০৪-০৬-১৯৮০ তারিখে দাবিগুলি সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে এটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য যে সালিসকারীকে সেই দাবিগুলি খারিজ করতে হতো, এই মর্মে যে দাবিগুলি সীমাবদ্ধতার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। এই সময়সীমার কোনো সম্পর্ক নেই আইনটির ধারা ৮(২)-এর অধীনে আবেদনের সীমাবদ্ধতার সময়সীমার সঙ্গে। ধারা ৮(২)-এর অধীনে আবেদন করার বিষয়ে, কারণ সৃষ্টি হয় তখন, যখন অপর পক্ষ সালিশ প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশের প্রতি সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। অতএব, সালিসকারী নিয়োগের জন্য ধারা ৮(২)-এর অধীনে আবেদন দায়েরের সীমাবদ্ধতার সময়সীমা এবং দাবির সীমাবদ্ধতার সময়সীমাকে এক করে দেখা যাবে না। মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) ইন্দর সিং রেখি বনাম ডিডিএ [(১৯৮৮) ২ এসসিসি ৩৩৮], পঞ্চু গোপাল বোস বনাম কলকাতা বন্দরের ট্রাস্টি বোর্ড [(১৯৯৩) ৪ এসসিসি ৩৩৮] এবং উৎকল কমার্শিয়াল কর্পোরেশন বনাম সেন্ট্রাল কোল ফিল্ডস লিমিটেড [(১৯৯৯) ২ এসসিসি ৫৭১] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলিও এই অবস্থান স্পষ্ট করে।"

১৮) দ্বিতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে, এই আদালত ২০১৫ সালের সংশোধনী দ্বারা ধারা ১১ (৬এ) প্রবর্তনের মাধ্যমে করা পরিবর্তনের সাথে সালিশ ও সমঝোতা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ [* ২০১৫ সংশোধনী]-এর পূর্ববর্তী অবস্থানে গিয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছেঃ

"২৪) উপ-ধারা (৬ক) প্রথমবার গুরুত্ব পায় দুরো ফেলগুয়েরা এস.এ. বনাম গঙ্গাবরম পোর্ট লিমিটেড [(২০১৭) ৯ এস.সি.সি. ৭২৯] মামলায়, যেখানে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেয় যে, আইনপ্রণেতার উদ্দেশ্য ছিল সালিসকারী নিয়োগের পর্যায়ে ন্যূনতম বিচারিক হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করা। ধারা ১১ অনুযায়ী কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের একমাত্র কর্তব্য হলো—সালিশ চুক্তির অস্তিত্ব রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করা। ২০১৫ সালের সংশোধনের পর, আদালতের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ শুধুমাত্র এই বিষয়ে যে সালিশ চুক্তি আদৌ আছে কি না—তার বেশি কিছু নয়, তার কমও নয়।

৪৮) ২০১৫ সালের সংশোধন দ্বারা সংযোজিত ধারা ১১(৬ক) এর ভাষ্য নিম্নরূপ:

"১১. (৬ক) সুপ্রিম কোর্ট অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত, উপ-ধারা (৪) বা উপ-ধারা (৫) বা উপ-ধারা (৬) অনুসারে প্রদত্ত যেকোনো আবেদনের বিষয়ে বিবেচনা করার সময়, কোনো আদালতের পূর্ববর্তী রায়, ডিক্রি বা আদেশ সত্ত্বেও, কেবলমাত্র সালিশ চুক্তির অস্তিত্ব আছে কি না, এই বিষয়ে পরীক্ষার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে।"

(জোর দেওয়া হল)

ধারা ১১(৬-ক)-এর পাঠ থেকে আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট— তা হলো, আদালতের উচিত এবং প্রয়োজন কেবলমাত্র একটি দিক বিবেচনা করা, সেটি হলো **সালিশ চুক্তির অস্তিত্ব**। এরপর প্রশ্ন হলো, সালিশ চুক্তি আছে কিনা তা নির্ধারণের মাপকাঠি কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ—দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে এমন কোনো ধারা রয়েছে কি না যা পক্ষগুলির মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ সংক্রান্ত সালিশের বিধান প্রদান করে।

...

৫৯) ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ১১(৬)-এর অধীনে আদালতের ক্ষমতার পরিসর ছিল অনেক বিস্তৃত, বিশেষ করে এস.বি.পি. অ্যান্ড কো. বনাম প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড [(২০০৫) ৮ এসসিসি ৬১৮] এবং ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কো. লিমিটেড বনাম বগহারা পলিফ্যাব প্রাইভেট লিমিটেড [(২০০৯) ১ এসসিসি ২৬৭] মামলার রায় অনুযায়ী। এই অবস্থান বহাল ছিল ২০১৫ সালের সংশোধনী পর্যন্ত। সংশোধনের পর আদালতের করণীয় কেবল একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ—সালিশ চুক্তি বিদ্যমান আছে কি না, এর বাইরে কিছু নয়, এর কমও নয়। আইনপ্রণেতার মূল উদ্দেশ্য হলো, সালিশকারী নিয়োগের পর্যায়ে আদালতের হস্তক্ষেপকে যথাসম্ভব সীমিত রাখা, এবং ধারা ১১(৬-ক)-এ যে অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছে, সেটিকে সম্মান জানানো উচিত।

২৫) মায়াবতী ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড বনাম প্রদ্যুৎ দেব বর্মণ [(২০১৯) ৮ এসসিসি ৭১৪] মামলায়, তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে ধারা ১১ (৬এ) এর অধীনে আদালতের ক্ষমতার পরিধি সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। অনুচ্ছেদ ১০-এ, এটি নিম্নরূপ মতামত দেওয়া হয়েছিল.

"১০) এই অবস্থায়, এটি স্পষ্ট যে ২০১৫ সালের সংশোধনের পূর্বে এই আদালত যে আইন প্রণয়ন করেছিল, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল এই বিষয়টি বিচার করা যে, "সমঝোতা ও নিষ্পত্তি" (অর্থাৎ সমঝোতার মাধ্যমে দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে কি না) ঘটেছে কি না—তা এখন আইন দ্বারা বাতিল হয়েছে।এই অবস্থানের কারণে, উপরোক্ত রায়ের [ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড বনাম অ্যান্টিক আর্ট এক্সপোর্টস (পি) লিমিটেড, (২০১৯) ৫ এসসিসি ৩৬২: (২০১৯) ২ এসসিসি (সিআইভি) ৭৮৫] যুক্তির সাথে একমত হওয়া কঠিন, কারণ ধারা ১১(৬-এ) একটি সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব পরীক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ডুরো ফেলগুয়েরা, এসএ [ডুরো ফেলগুয়েরা, এসএ বনাম গঙ্গাভারম পোর্ট লিমিটেড, (২০১৭) ৯ এসসিসি ৭২৯] এর রায়ে বর্ণিত সংকীর্ণ অর্থে বোঝা উচিত।"

২৬) উত্তরাখণ্ড পুরী সৈনিক কল্যাণ নিগম বনাম নর্দার্ন কোল ফিল্ড লিমিটেড ((২০২০) ২ এস. সি. সি ৪৫৫) মামলায় এই আদালত তার ২৪৬তম প্রতিবেদনে আইন কমিশনের সুপারিশগুলি সূচিত করেছে, যার প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতাংশটি নিম্নরূপঃ

"৭.৬)আইন কমিশন তার ২৪৬তম প্রতিবেদন [সালিশ ও সাক্ষ্যমূলক আইনের সংশোধন, প্রতিবেদন নং ২৪৬, ভারতের আইন কমিশন (আগস্ট ২০১৪), পৃষ্ঠা ২০] এ সুপারিশ করেছিল যে:

"৩৩... কমিশন সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ৮ ও ১১ ধারার সংশোধনের সুপারিশ করেছে। বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের পরিধি কেবল সেই পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ যেখানে আদালত/বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব নেই বা বাতিল বলে মনে করে। যতদূর পর্যন্ত হস্তক্ষেপের প্রকৃতি সম্পর্কিত, এটি সুপারিশ করা হয় যে আদালত/বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সালিসি চুক্তিকে বিরোধিতা করা যুক্তির বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হলে, এটি সালিসকারীকে নিয়োগ করবে এবং/অথবা পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য প্রেরণ করবে। সংশোধনীটি কল্পনা করে যে বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য উল্লেখ করবে না যদি এটি খুঁজে পায় যে কোনও সালিসি চুক্তি নেই বা তা বাতিল এবং বাতিল।যদি বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ মনে করে যে প্রাথমিকভাবে সালিশ চুক্তি বিদ্যমান, তাহলে তারা বিরোধটি সালিশের কাছে প্রেরণ করবে এবং সালিশ চুক্তির অস্তিত্ব চূড়ান্তভাবে সালিশ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত হবে।"

সংশোধিত ধারা ১১(৬ক)-তে বিধিবদ্ধ আইনগত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এখন আদালতের কর্তব্য কেবলমাত্র সালিশ চুক্তির অস্তিত্ব আছে কি না, তা পরীক্ষা করা। অন্যান্য সকল প্রাথমিক বা প্রাক্‌সীমান্তিক প্রশ্নসমূহ সালিস আইনের ধারা ১৬ অনুসারে সালিসকারী কর্তৃক নির্ধারিত হবে, যেখানে কোম্পেটেঞ্জ-কম্পটেন্স নীতির কথা বলা হয়েছে। কোম্পেটেঞ্জ-কম্পটেন্স মতবাদ অনুযায়ী, সালিসী ট্রাইবুনাল নিজের এখতিয়ার সম্পর্কে নিজেই সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, যার মধ্যে সকল প্রকার এখতিয়ার সংক্রান্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি অন্তর্ভুক্ত। এই বিধানের উদ্দেশ্য ছিল সালিশ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে আদালতের হস্তক্ষেপ ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা, যাতে পক্ষসমূহ প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করলে সালিশ প্রক্রিয়া শুরু হবার আগেই তা বাধাগ্রস্ত না হয়।

(প্রকৃতার্থে জোর দেওয়া হল)

১৯) এই আদালত বলেছিল যে সীমাবদ্ধতা কোনও এখতিয়ারের বিষয় নয় বরং এটি একটি গ্রহণযোগ্যতার বিষয়। তারপরে এটি বিদ্যা দ্রোলিয়া বনাম দুর্গা ট্রেডিং কর্পোরেশন, (২০২১) ২ এসসিসি ১-এ এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়কে উল্লেখ করেছে এবং নিম্নরূপ বলেছেঃ

"৩৬) বিদ্যা দ্রোলিয়া বনাম দুর্গা ট্রেডিং কর্পোরেশন [(২০২১) ২ এসসিসি ১] মামলায় তিন সদস্যবিশিষ্ট বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত সাম্প্রতিক রায়ে, আইনটির ধারা ৮ এবং ১১-এর অধীনে আদালতের ক্ষমতার পরিসর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আদালতের অবশ্যই একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা করতে হবে, যাতে "সুস্পষ্টভাবে বহিরঙ্গভাবে অস্থিত এবং অবৈধ সালিশ চুক্তি, অথবা অ-সালিশযোগ্য বিরোধ" বাদ দেওয়া যায়। রেফারেন্সের পর্যায়ে প্রাইমা ফেসি (প্রাথমিক) পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হলো অপ্রাসঙ্গিক ওয়েস্টেজ বাদ দেওয়া, যেখানে মামলা খারিজ হওয়া স্পষ্ট ও সুস্পষ্ট, এবং যেসব ক্ষেত্রে বাস্তব ও আইনি দিক বিবেচনায় প্রথম পর্যায়েই মামলা বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। কেবল তখনই আদালত সালিশে রেফারেন্স প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারে, যখন আদালত নিশ্চিত হয় যে: কোনো বৈধ সালিশ চুক্তি বিদ্যমান নেই; অথবা যে বিষয়বস্তু নিয়ে বিরোধ, সেটি সালিশযোগ্য নয়।

১৪৪ অনুচ্ছেদে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে মায়াবতী ট্রেডিং মামলার রায় সঠিকভাবেই বলেছে যে প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং মামলার রায় আইনত বাতিল করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১৪৪ এ লেখা আছেঃ

"১৪৪) পূর্বে উল্লেখিত অনুযায়ী, প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড মামলায় ব্যাখ্যা ও স্থির করা হয়েছে যে, ধারা ৮ ও ধারা ১১ একে অপরের পরিপূরক, কারণ উভয়ই সালিশিতে প্রেরণ সম্পর্কিত। ধারা ৮ প্রযোজ্য হয় যখন কোনো বিচারিক কার্যক্রম চলমান থাকে এবং সেই প্রক্রিয়া স্থগিত রেখে সালিশিতে প্রেরণের জন্য আবেদন করা হয়। আইন ৩-এর মাধ্যমে ২০১৬ সালে ধারা ৮-এ যে সংশোধন আনা হয়েছিল তা বিলুপ্ত হয়নি। ধারা ১১ প্রযোজ্য হয় যখন পক্ষসমূহ আদালতের কাছে সালিসকারী নিয়োগের আবেদন করে। মায়াবতী ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড মামলায়, আমাদের বিনীত মত অনুযায়ী, সঠিকভাবে রায় দেওয়া হয়েছে যে প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড মামলার নীতি আইন দ্বারা বাতিল করা হয়েছে এবং তাই ধারা ১১(৬-ক) বিলুপ্ত হওয়ার পরও সেটি প্রযোজ্য নয়। মায়াবতী ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড মামলায় ধারা ১১-র সংশোধনের উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাস বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বিশেষভাবে উপ-ধারা (৬-ক) প্রসঙ্গে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ধারা যেভাবে প্রণীত হয়েছে তা আনসিট্রাল মডেল ল'-এর ধারা ১১-এর আদলে তৈরি, যার ভিত্তিতে ভারতের সালিশ আইন খসড়া করে প্রণীত হয়েছে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

বিচার বিভাগীয় ফোরাম হিসাবে ধারা ১১-এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, আদালত আপাতদৃষ্টিতে অযোগ্য, তুচ্ছ এবং অসৎ মামলা-মোকদ্দমা পরীক্ষা এবং বাতিল করার জন্য প্রাথমিক পরীক্ষা প্রয়োগ করতে পারে। আদালতের সীমিত এখতিয়ার রেফারেল পর্যায়ে দ্রুত এবং দক্ষ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করবে। রেফারেল পর্যায়ে, আদালত তখনই হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন এটি "স্পষ্ট" হয় যে দাবিগুলি আপাতদৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ এবং মৃত, বা কোনও বিদ্যমান বিরোধ নেই।

রায়ের ১৪৮ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপঃ]

"১৪৮)সালিশ আইন এর ধারা ৪৩(১) অনুযায়ী, সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ সাল, আদালতের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি সালিশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। উপ-ধারা (২) অনুযায়ী, সালিশ আইন ও সীমাবদ্ধতা আইনের উদ্দেশ্যে সালিশ শুরু হয়েছে ধরা হবে ধারা ২১-এ উল্লেখিত তারিখ থেকে। সীমাবদ্ধতা আইন একটি প্রক্রিয়াগত আইন এবং সাধারণত বিবাদগুলো, যেগুলো বাস্তব ঘটনা নির্ভর, তা সালিশকারীর সিদ্ধান্তের আওতায় থাকবে, যিনি প্রাপ্ত তথ্য ও প্রযোজ্য আইন অনুসারে তা বিচার করবেন। রেফারেন্স পর্যায়ে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারবে শুধুমাত্র যখন এটি স্পষ্ট যে দাবিগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সীমাবদ্ধতার মেয়াদোত্তীর্ণ এবং মৃত, অথবা কোন বিদ্যমান বিবাদ নেই। অন্য সকল ক্ষেত্রে মামলা সালিশ ট্রাইবুনালের কাছে মুল বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করা উচিত। সমঝোতাপত্রে "দাবীহীন সনদ" বা নবায়ন ও "সমঝোতা ও নিষ্পত্তি" এর ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। প্রিমিয়াম নাফটা প্রোডাক্টস লিমিটেড মামলায় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, ব্যবসায়িক পক্ষগণ যখন তাদের মধ্যে লেনদেন করেন, তখন তারা সচেতনভাবে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলবে না যেখানে আদালত প্রথমে সিদ্ধান্ত দেবে যে চুক্তি সংশোধন বা বাতিল বা প্রত্যাহার করা উচিত কি না, এবং যদি চুক্তিটি বৈধ হয়, তবেই সালিশকারী উক্ত বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করবে।"

অনুচ্ছেদে ১৫৪.৪, এটি উপসংহারে এসেছে যেঃ

"১৫৪.৪) দুর্লভ ক্ষেত্রেই ধারা ৮ বা ১১ পর্যায়ে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন স্পষ্ট ও প্রমাণসাপেক্ষে নিশ্চিত হওয়া যায় যে সালিশি চুক্তি অস্থিত বা অবৈধ বা বিবাদসমূহ সালিশযোগ্য নয়। তবে সালিশযোগ্যতার প্রকৃতি ও দিকসমূহের উপর নির্ভর করে বিচারিক পর্যবেক্ষণের মাত্রা ও প্রকৃতি কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে।

সীমিত ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হলো পক্ষগুলিকে রক্ষা করা, যাতে তাদের প্রতি জোরপূর্বক সালিশে যেতে বাধ্য না করা হয় যখন বিষয়টি স্পষ্টভাবে "অ-সালিশযোগ্য" এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বাদ দেয়া যায়। আদালত স্বাভাবিকভাবেই মামলা সালিশে প্রেরণ করবে যখন অ-সালিশযোগ্যতার যুক্তি স্পষ্টভাবে বিতর্কযোগ্য হবে; সংক্ষিপ্ত কার্যবিধির মধ্যে বিষয়টি পর্যাপ্ত ও সিদ্ধান্তমূলক হবে না; বাস্তব বিষয় বিবাদমূলক হবে; অথবা সালিশের বিরোধী পক্ষ বিলম্বমূলক কৌশল অবলম্বন করবে বা সালিশ কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করবে। এই পর্যায়টি আদালতের জন্য ছোটখাটো বিচার বা বিস্তারিত পর্যালোচনার পর্যায় নয় যা সালিশ ট্রাইব্যুনালের বিচারব্যবস্থার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে, বরং এটি সালিশকে একটি বিকল্প বিবাদ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া হিসেবে তার সততা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত ও রক্ষা করার জন্য।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৪৪.৪ অনুচ্ছেদে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যেঃ

"২৪৪.৪) যদি উপরে বর্ণিত সালিশ চুক্তির বৈধতা প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা না যায়, অর্থাৎ "সন্দেহ থাকলে, উল্লেখ করুন", তাহলে আদালতের উচিত কোনও বিষয় উল্লেখ করা।

৩৭) বিদ্যা দ্রোলিয়ার রায়ের ফলাফল হল ডুরো ফেলগুয়েরা এবং মায়াবতী ট্রেডিং-এ বর্ণিত আইনের অবস্থানের নিশ্চয়তা, যা এই ক্ষেত্রে অব্যাহত রয়েছে। এটা অবশ্যই স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে বিদ্যা দ্রোলিয়া এস. বি. পি. অ্যান্ড কো. বনাম প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং (উপরে উল্লেখিত)-এর মতো ক্ষমতার সুযোগের উপর প্রাক-সংশোধনী অবস্থানকে পুনরুত্থিত করেননি।

এটি কেবলমাত্র খুব সীমিত বিভাগের মামলাগুলির মধ্যে রয়েছে, যেখানে দাবিটি আপাতদৃষ্টিতে সময়-নিষিদ্ধ, বা বিরোধটি অযৌক্তিক, এমন কোনও সন্দেহের চিহ্ন নেই যে আদালত রেফারেন্স দিতে অস্বীকার করতে পারে। তবে, যদি সামান্যতম সন্দেহও থাকে, তবে নিয়মটি হল বিরোধগুলিকে সালিশের কাছে প্রেরণ করা, অন্যথায় এটি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত একটি বিষয়কে লঙ্ঘন করবে।

(প্রকৃতার্থে জোর দেওয়া হল)

২০) উল্লেখিত রায়সমূহকে এ মামলার পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করলে, ধারা ১১ অনুযায়ী সালিশ আবেদনগুলোর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৩৭ প্রযোজ্য হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট হয় যে, বর্তমান মামলায় সালিশের দাবি করা হয়েছিল ০৭.১১.২০০৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে।

এই দাবি পুনরায় জানানো হয় ১৩/০১/২০০৭ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, যা চিঠি আবেদনকারীকে জানিয়েছিল যে, সালিশকারীর নিয়োগ ৩০ দিনের মধ্যে করতে হবে। অতএব, মামলার বাস্তবতা অনুসারে সর্বশেষ সময় হিসেবে গণ্য হবে ১২/০২/২০০৭ থেকে সময় গণনা শুরু হয়েছে। আবেদনকারীর সংক্ষিপ্ত ২৩/০১/২০০৭ তারিখের চিঠি, যাতে বলা হয়েছিল বিষয়টি বিবেচনার অধীনে রয়েছে, তা ৩০ দিনের সময়সীমার মধ্যে ছিল।১২/০২/২০০৭ তারিখ থেকে, যখন কোন সালিশকারী নিয়োগ করা হয়নি, তখন সালিশকারীর নিয়োগের জন্য দাবির সময় সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই দিন থেকেই সময় গণনা শুরু হয়। পরিষ্কার যে, একবার সময় গণনা শুরু হয়ে গেলে, আবেদনকারীর ১০/১১/২০১০ তারিখের চিঠি দ্বারা চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান কোনও নতুন সীমাবদ্ধতার সময় শুরু করতে পারে না, যা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে, যা সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৯ এর নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এমন অবস্থায়, হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে ভুল করেছিল যখন বলেছিল যে সালিশ আইন ধারা ১১ অনুযায়ী আবেদনগুলো ০৬.১১.২০১৩ তারিখে দায়ের করা হয়েছে এবং সেগুলো ১০/১১/২০২০ থেকে শুরু হওয়া তিন বছরের সীমাবদ্ধতার মেয়াদের মধ্যে ছিল। এই কারণে, সালিশ আইন ধারা ১১ অনুযায়ী আবেদনগুলো স্পষ্টতই সময়সীমার বাইরে ছিল, তাই হাইকোর্ট দ্বারা কোন সালিশকারী নিয়োগ করা যেত না।

২১) অন্যথায়, উত্তরদাতার দাবিও আপাতদৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল। এটি অবিসংবাদিত যে ২০০৩ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে উত্তরদাতার দ্বারা চূড়ান্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। তা ছাড়া, দামের পরিবর্তনের কারণে একটি দাবি করা যেতে পারে বলে ধরে নিয়ে, এই ধরনের দাবি ০৮/০৯/২০০৩-এ করা হয়েছিল। উত্তরদাতার দ্বারা এর পরে বারবার চিঠি লেখা হয়েছিল, যা ৩০.০১.২০১০ তারিখের একটি আইনি নোটিশে পরিণত হয়েছিল। ১৬/০২/২০১০ তারিখের উত্তর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে এই দাবিগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এমনকি ১৬/০২/২০১০-কে যোগ্যতার সীমাবদ্ধতার সূচনা বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করাও, ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে তিন বছরের সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পরে, যোগ্যতার ভিত্তিতে করা দাবিটিও হতাশাজনকভাবে নিষিদ্ধ।

২২) এই সমস্ত কারণে, আপিল অনুমোদিত হয় এবং ২০/০৮/২০১৯ তারিখের হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় বাতিল করা হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান

আপিল অনুমোদিত হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal